Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 44-53
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কার্টুন কিস্‌সা

Dr. Khondeker Dilshad Haque
Researcher, Women's Studies Research Centre, University of Calcutta, West Bengal, India

Abstract

The term 'Cartoon' etymologically derived from Italian word 'Cartone' which refers to a preparatory drawing for a piece of art. A Cartoon is typically two dimensional illustration which may be realistic semi realistic or unrealistic in its nature. The concept of cartoon art was actually evolved from Caricature during early 19th century. Cartooning flourished in Europe and travelled to neighbouring continents since then and has been used in several different ways in world. In Indian context this art entered with British, but over the years came into its own manner and independent version that earned huge popularity and we have got cartoonist like R.K. laxman, Abu Abraham, K. Shankar Pillai, Kutty, who have become cult figures.

Not just the Newspaper not merely the print media cartoon has cut across all media barriers to emerge as a powerful communication tool. It is rare creation which is not a mere documentary evidence of social and political issues but also a complete package of art, portraiture, and thoughtful comment.Yet despite all popularity and accolades the 'Toon' world of our country facing difficulties to survive.Nowadays it is hard to find considerable cartooning manpower to our national capital. Protection, preservation and mass involvement are required urgently to give fresh air to breath of this creative art form.

Key Words: Art, Caricature, Cartone, Communication tool, Toon.

কার্টুন শব্দটির উৎপত্তি ইতালীয় 'কারটোন' (Cartonhe) কথাটি থেকে। যে কোন বড় মাপের চিত্রশিল্প নির্মাণের আগে একটি প্রমাণ মাপের কাগজে কাঠ কয়লা পেনসিল এবং লাল সাদা চক দিয়ে খসড়া চিত্রটি এঁকে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল আগে। মাইকেল অ্যানজেলো কিংবা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মত বহু বিশিষ্ট শিল্পী এই খসড়া অঙ্কনের কাজটি করে নিতেন প্রাথমিক পর্যায়ে। আর খসড়া চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বড় কাগজটির ইতালীয় নামই কারটোন। পরবর্তীকালে খসড়া চিত্রটিরই নাম হয়ে গেল কার্টুন। তবে কার্টুনের ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি হয় কিন্তু ক্যারিকেচারের হাত ধরেই। ইতালীয় শিল্পী আনাবেল কারাচ্চি সর্বপ্রথম তার চিত্র শিল্পে ব্যবহার করেন কারিকাতুরা (ক্যারিকেচার) ধারণাটি।[১] ইতালীয় ভাষায় 'Carattere' হল Character এবং স্প্যানিশে 'Cara' শব্দের অর্থ হল মুখ তথা অবয়ব। সংকীর্ণ অর্থে তাই ক্যারিকেচার হল মুখমণ্ডলের বিকৃতরূপ। ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় কার্টুন শব্দটি বহু প্রচলিত হলেও জার্মানি, হল্যাণ্ড, গ্রীস, ইতালির মত বহুদেশেই কিন্তু ক্যারিকেচার শব্দবন্ধটির ব্যবহারই বেশি। আসলে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার বহু আগেই ইতালি ও হল্যাণ্ডের শিল্পীরা প্রথমে ক্যারিকেচার অধুনা

কার্টুনের চর্চা শুরু করেন।[২] ক্যারিকেচার ও কার্টুনের তুলনামূলক আলোচনায় বলা হয় কার্টুনের ব্যাপ্তি কিংবা দ্যোতনা অনেক বেশি তাই তার বিশ্লেষনী আঙ্গিকটি অনেক গভীর ও অর্থবহ। অন্যদিকে ক্যারিকেচারের আবেদন কিছুটা স্থূল। পাঠককে তাড়িত ভাবিত করার তেমন দায় ক্যারিকেচারের নেই। কার্টুন ও ক্যারিকেচারের ব্যবহারিক দ্বন্দ্ব নিরসনে কারাচ্চির অভিমত- একজন ক্যারিকেচারিস্ট বা কার্টুনিস্ট উভয়ই রঙ্গ ব্যঙ্গের মাধ্যমে মূলত চেষ্টা করেন বাহ্যিক চেহারার আড়ালে থাকা মানুষটির নেতিকবাচক দিকটি তুলে ধরার। তবে তিনি সবসময় দায়বদ্ধ থাকেন সমসাময়িক চরিত্র ও ঘটনাবলীর কাছে। সাম্প্রতিকের চালচিত্রটিকে তিনি তুলে ধরেন তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা কখনও নেতিবাচক কখনও বা ইতিবাচক বার্তা বহন করে পাঠকের কাছে। এ'প্রসঙ্গে স্মর্তব্য কমিক্স আর কার্টুনচিত্র কিন্তু একই জাতীয় সৃষ্টি নয়। কমিক্সের অবলম্বন তার কাহিনিটি কেন্দ্র করে। কার্টুনের কৌলিন্য ভাব কমিক্সের থাকেনা। কার্টুনের নির্মাণ স্বতন্ত্র বলেই কার্টুনের আঙ্গিকে অলংকরণ এবং কার্টুন সমগোত্রীয় নয়। উন্নত কার্টুন ক্যাপশন নির্ভর নয়। সংলাপহীনভাবেই একটি ফ্রেমে সাদা কালো রঙের ছোঁয়াই সবকিছু মূর্ত ও বাঙ্ময় করে তোলায় একজন দক্ষ কার্টুনিস্টের কাজ। ভাব প্রকাশের এই নির্বাক মাধ্যমটি তাই অনেক বেশি দূরূহ। সহজবোধ্য করে তোলার একান্ত দায় কার্টুনিস্টের নেই। এ'ক্ষেত্রে পাঠককে হতে হয় অনেক বেশি মননশীল ও পরিণত। এই দ্বিমাত্রিক চিত্রকলাটি অবশ্য দুইটি দার্শনিক রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রথমত নিছক মনোরঞ্জন দ্বিতীয়ত আদর্শবাদী দর্শন যা পাঠকের চিন্তা ও চেতনকে চালিত করে উন্নততর মানবতাবাদী ভাবনার স্বপক্ষে। তবে সেই ভাবনাখানি উপস্থাপিত হয় একেবারে বাক্যবিহীন অথবা অতি স্বল্পবাক্য সম্বলিত বিচিত্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিমায়। তবে রঙ্গব্যঙ্গের গৌণ লক্ষ্যটির নেপথ্যে অধিকাংশ ব্যঙ্গ চিত্রই সর্বতোভাবে চেষ্টা করে গেছে স্বার্থক কল্যাণমুখী শুভ চেতনার জন্ম দিতে, তাই উপনিবেশবাদ, বর্ণবিদ্বেষ কিংবা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন যা কিছু মানব উন্নয়ন পরিপন্থি তার বিরুদ্ধেই গর্জে উঠেছে কার্টুনিস্টের তুলি।

কাগজ ও মূদ্রণযন্ত্রের ব্যবহারের পূর্বে কার্টুনের প্রচলন ছিলনা আমাদের দেশে। কার্টুনের আর্বিভাব ঘটে সংবাদপত্রের হাত ধরে। বলা বাহুল্য এ'দেশে সংবাদপত্রের প্রবর্তক বিদেশীরা। কাজেই প্রথাসিদ্ধ ঢঙে কার্টুন চর্চার স্বীকৃতি তাদেরই। কার্টুনবাহিত রঙ্গব্যঙ্গের আর্বিভাব কিছুটা পরে হলেও দেশীয় মাধ্যমে যেমন পট, ব্যঙ্গগীতি, ছড়া, পুতুলনাচের সাহায্যে রঙ্গব্যঙ্গের রেওয়াজটি কিন্তু বহু পুরোনো। চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে দেশীয় উদ্যোগ বলতে প্রথমেই আসে কালিঘাটের পট।[৩] দেবদেবীর ছবি পটের মূল আকর্ষণ হলেও পরবর্তিকালে সমসাময়িক সমাজের বিদ্রূপমূলক ব্যঙ্গচিত্রও জায়গা করে নেয় পটশিল্পে। কালিঘাটের পটশিল্পের এই বিষয় পরিবর্তনই কার্টুনচর্চার প্রাথমিক বুনিয়াদ তৈরিতে সাহায্য করে। উনিশ শতকের শেষদিকে চিৎপুর অঞ্চলে শুরু হল বটতলার ছাপাই ছবির কাজ। পূর্বাঞ্চলের পত্রপত্রিকার মধ্যে কাঠের ব্লক বানিয়ে প্রথম কার্টুন ছাপার কৃতিত্ব অমৃতবাজার পত্রিকার (২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২)।[৪] তামার পাতে এচিং করে ছবি প্রিন্টের কাজ ততদিনে শুরু হয়ে গেছে ইংল্যাণ্ড, জার্মানি সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। কিন্তু তখন আমাদের দেশের কাঠ খোদাইকারীদের সাহায্যে চলছে ব্লক নির্মাণের চেষ্টা। এই ব্লক তৈরির কাজটি ছিল জটিল। পঞ্চানন কর্মকারের মত দক্ষ কারিগর তখন হাতেই গোনাই। তাই খুব নিয়মিত ছিলনা কার্টুন ছাপার কাজটি। তবে বিশুদ্ধ স্বদেশী কার্টুন ছাপার কাজে উৎসাহী মানুষের অভাবও ছিলনা। লণ্ডনের পাঞ্চ (Punch) পত্রিকার অনুকরণে দিল্লীতে সাহেবরা প্রথম প্রকাশ করলেন Delhi Sketch Book (১৮৫০)। এটির আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র সাত বছর। এরপর ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় Indian Punch এবং ১৮৭২ সালে Indian Charivari। এর কিছু পর বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয় হিন্দি পাঞ্চ ও মহারাষ্ট্র হতে মহারাষ্ট্র পাঞ্চ। তবে এগুলি অধিকাংশই রাজশক্তির স্বপক্ষেই বার্তা বহন করত। প্রয়োজন ছিল প্রতিস্পর্ধী একটা শক্তি উন্মেষণের যা বিদেশী সাহেবদের টেক্কা দিতে পারে। সে কাজে প্রথম এগিয়ে এলেন বাংলার দত্ত ভ্রাতারা। প্রমথনাথ দত্ত ও গিরীন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে ১৮৭৪ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল 'বসন্তক'। ব্রিটীশ রাজশক্তি ও তার নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে ছাপা হল কার্টুন। এককথায় যা নির্ভীক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পরবর্তিকালে অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে দত্ত ভ্রাতাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে একেবারে পারিবারিক সূত্রে। সেই সময় প্রেসফটোগ্রাফি

আদৌ উন্নতমানের ছিলনা। কাঠের হরফে ছাপা ব্লকের সাহায্যে কাজ হত তবু স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি আন্দোলন নিয়েই কার্টুন প্রকাশ করেছে আনন্দবাজার, অমৃত বাজারের মত পত্রিকাগুলি। আনন্দবাজার পত্রিকার পথ চলা শুরু অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দেশীয় সংবাদপত্রের কলমকে করে তুলল ক্ষুরধার। সংবাদপত্রের ভাষা হল অনেক বেশি বলিষ্ঠ। ব্রিটীশ শাসকদের তৎকালীন প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করে একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে দুঃসাহসিক কার্টুন। কখনও মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারকে প্রতিপাদ্য করে, কখনও স্বদেশীয়ানা প্রশংসা সূচক বা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবাদী কার্টুন চিত্র। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে তৎপর হল ব্রিটীশ গর্ভনমেন্ট। ১৯০৪ সালে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' চালু করে নিষেধাজ্ঞা জারি হল সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর। সে সময় সম্পাদক হিসাবে গ্রেপ্তার হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিলকের গ্রেপ্তারি নিয়ে দেশে বিদেশে ছাপা হল কার্টুন।

রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক প্রতিবাদের হাতিয়ার রূপে নানা সময় ব্যবহার করা হয়েছে কার্টুন চিত্রকে।[৫] ফলে রাষ্ট্রের রোষানলে পড়তে হয়েছে ব্যঙ্গচিত্রীকে। অতি সম্প্রতি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী কে. পালানিস্বামীকে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গচিত্র আঁকার অভিযোগে তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির পুলিশ গ্রেপ্তার করে ফ্রিল্যান্স কার্টুনিস্ট বালাজীকে।[৬] বর্তমান প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা তুলে ধরতেই একটি কার্টুন এঁকেছিলেন বালা। বির্তকিত সেই কার্টুনটি ছড়িয়ে পড়ে সোশালমিডিয়াতে। সেখানেও সরকারের বিরুদ্ধে ওঠে তীব্র সমালোচনার ঝড়। তবে বিতর্ক এই প্রথম নয় ২০১৪ সালেও বালার একটি রাজনৈতিক কার্টুন চিত্র শোরগোল তোলে রাজনীতির আঙ্গিনায়। তামিলনাড়ুতে এমন ঘটনা নতুন নয়। বিধায়কদের দুর্নীতি তথা সরকারি অর্থ নয়ছয়ের বিষয়টির বিরুদ্ধে আনন্দবিকটন পত্রিকার কার্টুনচিত্র প্রকাশের অপরাধে পত্রিকা সম্পাদক বালসুব্রহ্মানিয়মকে বিধায়কদের তরফে একমাস কারাদণ্ডের নিদান দেওয়া হয়। যদিও দেশী বিদেশী গণমাধ্যমগুলির তীব্র রোষে তিনদিন পরই সম্পাদক মুক্ত হন। প্রশাসনের অসহিষ্ণুতা, দমনমূলক নীতি বারংবারই বিদ্ধ করেছে গণমাধ্যমের স্বাধীন ও সৃজনশীল চিন্তন প্রক্রিয়াকে। কিন্তু থেমে থাকেনি মুক্তচিন্তা আর মতপ্রকাশের জেহাদি মনোভাবটুকু। সরকারী নীতি যখনই কল্যাণকামী শুভঙ্কর রাষ্ট্রগঠনের পরিপন্থি হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গচিত্রীরা প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেননি। আবার রাষ্ট্রনীতি যেখানে জনস্বার্থমুখী সে দিকটিও সদর্থক আঙ্গিকে উঠে এসেছে একজন কার্টুনিস্টের তুলিতে।[৭] পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে দেশীয় সংবাদ মাধ্যম ও কার্টুনিস্টারা একযোগে সমর্থন জানিয়েছেন রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট কূটনৈতিক অবস্থানের কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে, অভ্যন্তরীন বিষয়গুলি নিয়ে মিডিয়াহাউস গুলির স্বতন্ত্র কোথাও বা পরস্পর বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ্যে এসেছে। স্বভাবতই সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত একজন কার্টুনিস্ট তার নিরপেক্ষ অবস্থান কায়েমে অনেক সময় ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কথাটি স্ববিরোধীতায় ভরপুর। কিছুটা বিভ্রান্তিকরও বটে। জনস্বার্থমুখী কার্টুনও তাই অনেকসময় বাতিল হয়েছে সম্পাদকের টেবিলে এসে। কার্টুনিস্টের তুলিকেও লাগাম পড়িয়েছে সংবাদ মাধ্যমের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ।

সামান্য ব্যঙ্গচিত্রও যে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তার উদ্গাতা হলেন মার্টিন লুথার। এর পূর্বে কার্টুনে ব্যঙ্গ ভাব ছিলনা শুধুই ছিল রঙ্গ বা মজা। পঞ্চদশ শতকের জার্মানিতে রাজতন্ত্র কায়েম থাকলেও মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন ধর্মযাজকেরা। তাদের দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে লুথার তাঁর প্রচারপত্রে প্রথম প্রকাশ করেন দুটি বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র। যা পরোক্ষে আঘাত হানে সনাতন খ্রীষ্টীয় ভাবাবেগে। আমাদের দেশে অবশ্য কার্টুনের সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে।[৮] উত্তরকালে আমরা পেয়েছি যতীন্দ্রনাথ সেন, চারু রায়, চণ্ডী লাহিড়ী, দীনেশ রঞ্জন, প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী, শৈল, রেবতী ভূষণ শঙ্কর, আবু, কুট্টি, লক্ষণ, মারিওর মত যোগ্য উত্তরসুরীদের। ভারতীয় কার্টুনের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থেকেছে তাদের রঙ-তুলিতে।[৯] সময়ের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে বদল এসেছে শিল্পীদের বিষয় ভাবনাতে তবে সমসাময়িক ঘটনাবলী থেকে নানা সময়ে তারা পেয়েছেন ব্যঙ্গচিত্র পরিকল্পার প্রাথমিক রসদখানি। গগন ঠাকুরের মত কেউ বেছেছেন প্রতিবাদী পথ কেউ বা আবার নিছক বিনোদন জালে বন্দী করতে চেয়েছেন ব্যঙ্গ চিত্রকে। স্বাধীনতার পূর্বে নন্দলাল বসু, সুরেন করের মত

কার্টুনিস্টরা যেমন সরাসরি জড়িয়ে পড়েন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এবং তার ফলে তাদের শিল্প কর্মও প্রভাবিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী ভাবনা দ্বারা।[১০] আবার জয়নাল আবেদিনের মত ফাইন আর্ট শিল্পী দুর্ভিক্ষকেই করেছেন কার্টুনের বিষয়। কার্টুনে বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব ছিলনা। মাসিক বসুমতীতে তাই চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এঁকে গেছেন বিবিধ ব্যঙ্গচিত্র যা ছিল সমকালীন সময়ের সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক। তাই বলা যায় প্রাক্‌স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর যুগে একজন কার্টুনিস্টের দায়বদ্ধতার পরিসরখানি বিস্তৃত হয়েছে নানা পরিসরে। তবে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে বারে বারে উঠে এসেছে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের প্রসঙ্গটি। রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের সাধারণ বোদ্ধা পাঠকের হার কোনদেশেই কোনকালেই খুব বেশি ছিলনা।[১১] কারণ রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের যে দ্যোতনা তার যথার্থ বিশ্লেষণ তথা বিচিত্র রসাস্বাদনের ক্ষমতা সাধারণজনের থাকেনা।[১২] তাই রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র কোনকালেই সর্বব্যাপী ও সর্বজনগ্রাহী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কার্টুনিস্টরা তাদের ভাবাদর্শ থেকে সরে আসেননি। যেমন বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট শ্রী প্রফুল্ল লাহিড়ী যিনি পিসিয়েল নামেই খ্যাত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্র কলেজের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে নির্দ্বিধায় একজন পেশাজীবী কার্টুনিস্ট হিসাবে যুদ্ধ বিরোধী ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র এঁকে বিতর্ক ও জনপ্রিয়তা দুই-ই লাভ করেন। প্রসঙ্গত বলি, এ'দেশে বিজ্ঞাপনে কার্টুন তথা ব্যঙ্গচিত্রের প্রয়োগের অভিনব প্রয়াস তার হাত ধরেই। তবে রাজনৈতিক কার্টুনের পাশাপাশি তিনি সমান উৎসাহ নিয়ে প্রতি সপ্তাহে অমৃতবাজার পত্রিকায় 'খুড়ো' এবং যুগান্তরে 'শেয়ালপণ্ডিত' নাম দিয়ে স্ট্রিপ কার্টুন করেছেন ধারাবাহিকভাবে। রাজনৈতিক কার্টুনের হিউমার ও অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য উভয়ের মিশেল সঠিক অনুপাতে না হলে সেটি সাদামাটা হয়ে যায়।[১৩] তাই তীক্ষ্নদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একজন রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রী'র চায় সুগভীর বুদ্ধিমত্তা। আদতে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পিসিয়েল সুবিদিত হন বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট হিসাবে।

রাজনৈতিক কার্টুন অবশ্য সকলের পছন্দের বিষয় হয়ে ওঠেনি। যেমন বাংলার দুই বিশিষ্ট ব্যঙ্গচিত্রী শৈল চক্রবর্তী এবং রেবতী ভূষণ ঘোষ রাজনৈতিক কার্টুন অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন সামাজিক কার্টুনচিত্র নির্মাণে। অমৃতবাজার পত্রিকায় শৈল চক্রবর্তীর স্ট্রিপ কার্টুন এক অনবদ্য সৃষ্টি। তবে শুধুমাত্র কার্টুনেই আটকে থাকেনি তার বহুমুখী প্রতিভা, নিশ্চিত নিরাপদ উপার্জনের পথ ছেড়ে মাঝে মাঝেই তিনি মেতে উঠেছেন চিত্রকলা নির্ভর নানাবিধ পরীক্ষা নিরিক্ষায়। কখনও চেষ্টা করেছেন শিশুদের জন্য নতুন ধরণের পাপেট, মাপেট বানাবার কখনও আবার মগ্ন থেকেছেন ফিল্মি কার্টুন নিয়ে। পেশাদার ব্যঙ্গচিত্রী তিনি ছিলেন না। তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পেন্টিং তাই রঙ-তুলি নিয়ে অবসর সময়ে বসেছেন ইজেলের সামনে। নেহাৎ রুজির টানে বইয়ের প্রচ্ছন ও অলংকরণের কাজও করেছেন নিষ্ঠাভরে। শিব্রামের কাহিনি বাঙ্গময় হয়ে উঠত শৈলবাবুর অলংকরণে। বাংলা শিশুসাহিত্যে অলংকরণ শিল্পীরূপে তার দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

ছবি আঁকার পাশাপাশি অন্যান্য সৃজনশীল বিষয়গুলির প্রতি সমান আগ্রহ দেখি রেবতী ভূষণ ঘোষের। সাহিত্য, সঙ্গীত, ছড়া নানা ক্ষেত্রে তার ছিল অবাধ বিচরণ। যুগান্তরে তাঁর সৃষ্ট ছড়া ও কার্টুনের ফিচার এক সময় পাঠকমহলে সমাদৃত হয়। তবে রেবতী ভূষণের মত বর্ণময় শিল্পীমন নানা বিষয়ে যুগপৎ বিচরণের ফলে তিনি কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার শিখরে পৌঁছতে পারেননি প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও।

আর এক বাঙালি কার্টুনিস্ট রাজনৈতিক ও পকেট কার্টুনে একটা স্বতন্ত্র ঘরানার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি হলে শ্রী চণ্ডী লাহিড়ী।[১৪] দীর্ঘ আঠাশ বছর স্টাফ কার্টুনিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। প্রথম হাতেখড়ি সচিত্র ভারত ও লোকসেবকে। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। Hindusthan Standard পত্রিকায় 'Third Eye View' নামে দৈনিক পকেট কার্টুন এঁকে জনপ্রিয়তা লাভ এবং ধীরে ধীরে পেশাদার কার্টুনিস্ট হয়ে ওঠা। যাত্রাপথ সুদীর্ঘ। বিশেষ অবদান রেখেছেন দুরদর্শনকে কার্টুনমিডিয়া হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহারে। একজন কার্টুনিস্টের দায়িত্বশীল ভূমিকা থেকে কখনও সরে আসেননি তিনি। সাহিত্যিকদের মত ছদ্মনামে লেখার চল বা সখ কার্টুনিস্টের না থাকলেও দেশীয় কার্টুনিস্টের কেউ কেউ ছদ্মনামও ব্যবহার করতেন। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এক

ভারতীয় কার্টুনিস্ট নরেন রায় সুফি নামেই পরিচিত ছিলেন পাঠক মহলে।[১৫] তাঁর প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হয় 'গড়ের মাঠ' নামক একটি ক্রীড়াপত্রিকায়। পরবর্তিকালে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় রাজনৈতিক কার্টুন আঁকলেও তিনি ফিরে আসেন সামাজিক কার্টুন ও ছোটদের শুকতারার জগতে। তবে যুগান্তর, বসুমতী, সচিত্রভারত, শঙ্কর'স উইকালীসহ অন্যান্য বহুল প্রচারিত দৈনিকেও জায়গা করে নেয় সুফির ব্যঙ্গচিত্র। সংবাদপত্রগোষ্ঠীর বেতনভুক্ত কার্টুনিস্ট ব্যতীত অন্য সকলের আর্থিক নিরাপত্তার জায়গাটা তখন তেমন সুদৃঢ় ছিলনা তাই অনেকেই ব্যঙ্গচিত্র আঁকার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি চাকরির পথেও হেঁটেছেন। সুফি যেমন চাকরি নেন হাওড়া জেলা স্কুল বোর্ডে কিন্তু ওপরওয়ালার বিরাগভাজন হন তার ব্যঙ্গচিত্রের দৌলতেই। ফলস্বরূপ কর্মচ্যুত হন। কার্টুনিস্টের জীবনে এই ট্রাজেডি নতুন নয়। প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হলে কিংবা নির্দিষ্ট মিডিয়া হাউসের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ কোনভাবে বিঘ্নিত হলেই তার খেসারৎ দিতে হয়েছে ব্যঙ্গচিত্রীকে। তবু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় অনেক কার্টুনিস্ট দৃঢ়প্রত্যয়ী, অবিচল থেকেছেন নিজের কাজের প্রতি।[১৬] এমন একজন শিল্পী ছিলেন অমল চক্রবর্তী। ১৯৭৫ সালে কানাডার আন্তর্জাতিক প্রর্দশনীতে পুরস্কৃত হন এই কৃতি শিল্পী কিন্তু অমৃতবাজার-যুগান্তরে দীর্ঘদিন কাজ করার সময় তাকেও লড়তে হয়েছে নানা প্রতিকুল পরিস্থিতির সঙ্গে। তার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বোধ ও দক্ষ হাতের তুলির টান সত্তর দশকের ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্র জগতে নতুন এক মাত্রা যুক্ত করে। কিন্তু এরা অনেকেই আজ বিস্মৃতপ্রায়।

ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্র দুনিয়ায় অগ্রনী রাজ্য হল কেরালা। রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের জনক কেশব শঙ্কর পিল্লাইয়ের জন্ম কেরালার কাইয়ামকুলুম অঞ্চলে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ সাম্মানিক ডি. লিট. সহ নানা পুরস্কারে ভূষিত এই খ্যাতনামা শিল্পীর হাত ধরেই উত্থান বেশ কিছু কৃতি অবাঙালি শিল্পীর। কুট্টি বিজয়ন, আবু আব্রাহাম, প্রকাশের মত সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পীরা তাদের প্রতিভা বিকাশ বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন শঙ্করস উইকলিতে কাজের মাধ্যমেই। ১৯৪৮-এ প্রথম প্রকাশ হয় শঙ্করস উইকলি। ক্রমশ বাড়তে থাকে শঙ্করস উইকলির গ্রুনগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা। লণ্ডন পাঞ্চের অনুকরণে প্রকাশিত শঙ্করস উইকলি শুধু আমজনতার নয় মন কেড়েছিল রাজনীতিক ও রাজনৈতিক বোদ্ধাদেরও। রাজনীতিবিদরা সাধারণত ব্যঙ্গচিত্রীদের সুনজরে দেখেন না সমালোচিত হবার কারণে কিন্তু শঙ্কর সেই রাজনৈতিক সৌজন্য ও সহিষ্ণুতার ছোঁয়া পেয়েছিলেন তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নিকট হতে।[১৭] স্বয়ং নেহেরু শঙ্করকে বলেছিলেন 'Do not spare me'। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা আমলে জারি হয় জরুরি অবস্থা। সেনসর করা হয় পত্র পত্রিকাও। ফলস্বরূপ শঙ্করস উইকলি বন্ধ করে দিতে হয়। তবে শিশুদের প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাই সাপ্তাহিক পত্রিকায় শিশু বিভাগ সহ চালু করেন আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার। তার উদ্যোগে ১৯৫৭ সালে গঠিত হয় 'Children's Book Trust' এবং ১৯৬৫ তে Shankars' International Dolls Museum। ২০০২ সালে ললিতকলা অ্যাকাডেমি, দিল্লীর উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে এই প্রথিতযশা শিল্পীর জন্মশতবার্ষিকী। আবার ২০১২ সালে এন.সি.ই.আর.টি.র পাঠ্যবিষয়ে শঙ্করের আঁকা বি.আর. আম্বেদকরের একটি ব্যঙ্গচিত্রকে কেন্দ্র করে বির্তকের জেরে পদত্যাগ করেন তৎকালীন এন.সি.ই.আর.টি. অধিকর্তা।[১৮] শঙ্করের তুলি ছিল প্রতিবাদের বলিষ্ঠ অস্ত্র যার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায় শৈশবেই। বিদ্যালয়ে পড়াকালীন প্রথম তার এক বিষয় শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকে প্রধান শিক্ষকের রোষানলে পড়েন শঙ্কর। কিন্তু তা এক বৃহৎ মাপের শিল্পীর সুপ্ত প্রতিভার ইঙ্গিত ছিল মাত্র। ১৯৮৯-এ তার মৃত্যুর দু'বছর পর ভারত সরকার কর্তৃক তার অঙ্কিত দুটি ব্যঙ্গচিত্র সম্বলিত ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। আজীবনকাল নিষ্ঠাভরে ব্যঙ্গচিত্র চর্চার মাধ্যমে শঙ্কর ভারতীয় কার্টুনকে বিশ্বের মানচিত্রে এক অনন্য পর্যায়ে উন্নীত করে যেতে সক্ষম হন। তাঁর নিরলস সাধনা উদবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল সম্ভবনাময় বহু তরুণ শিল্পীদের।

কেরলের আর এক জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট সারা ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার সৃজনশীলতার গুণে। তিনি হলেন কুট্টি। বাঙালি না হয়েও যিনি আপামর বাঙালির হৃদয় জুড়ে আছেন আজও। দীর্ঘ কয়েক দশক যুক্ত ছিলেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গে। এছাড়াও আজকাল, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, মালয়লাম পত্রিকা বিশ্বরূপমে কাজ করেছেন সুনামের সঙ্গে। কুট্টিরই সমসাময়িক ছিলেন আর এক কেরলীয় শিল্পী আবু আব্রাহাম। শুধু চিত্রাঙ্কনই নয়

আবু সুপটু ছিলেন সূক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণেও। দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে। পরবর্তিকালে তিনি রাজ্যসভার সদস্যও মনোনীত হন। তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক মনন ব্যঙ্গচিত্রের সনাতনী আঙ্গিকে আনে নতুনত্বের ছোঁয়া।

তিনি কার্টুনিস্ট হতে চান শুধুমাত্র সেই অভিপ্রায়টুকু নিয়েই এক স্নাতক কন্নড় তরুণ মহীশূর থেকে চলে আসেন দিল্লী। সঙ্গে সম্বল বলতে একটা ছোট্ট সুটকেস। দক্ষ চিত্রশিল্পী তিনি কিন্তু বরাবরই ব্যঙ্গচিত্রের প্রতি ঝোঁক। হিন্দুস্থান টাইমস তার কাজ পছন্দ করলেও দিল্লীর দপ্তরে কাজ মিললনা। তাঁকে যোগ দিতে হবে বিহারর সার্চলাইট পত্রিকায়। তিনি রাজি হলেন না। অতএব এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। ফেরার পথে দেখা করলেন মুম্বাই-এর 'ফ্রি প্রেস জার্নালের' নটরাজনের সঙ্গে। কাজও পেলেন। মাস ছয়েক কাজের পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদের জেরে চলে এলেন 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ায়'। '৪৭-এর সময় থেকে শুরু করেন পকেট কার্টুন। 'ইউ-সেড-ইট'। টাইমস গোষ্ঠীর মতে এই বিভাগটি বাদ দিয়ে 'টাইমস অব ইণ্ডিয়াকে' ভাবা যায়না। শিল্পীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে টাইমসের ইলাসট্রেটেড উইকলিতে তাকে নিয়ে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে নিবন্ধ। তিনি ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক চর্চিত নাম। শ্রী আর.কে. লক্ষণ। টাইমসের জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচার বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ লক্ষণের কার্টুন শৈলী। যদিও তৎকালীন অনেক ব্যঙ্গচিত্রীই সমালোচনার সুরে তার কাজকে মধ্য মেধার ফসল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ তাকে নেহাৎ এক সাইন বোর্ড পেন্টার বলে ব্যঙ্গও করেছেন। কেউ বা আবার তাকে প্রাচীনপন্থি ডেভিড লো-এর অন্ধ অনুসারী রূপেও অভিহিত করেছেন। এত বিতর্ক ও কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও লক্ষণের জনপ্রিতায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। হয়ত রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের ক্ষেত্রে লক্ষণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে রাজনীতিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তার, 'ইউ সেড ইটের' কমন ম্যান চরিত্রটি ছুঁয়ে গেছে সাধারণ মানুষের মন। তাই প্রতিবাদের আগুনে ঝলসে না উঠলেও লক্ষণের কার্টুন পৌঁছতে পেরেছে সমসাময়িক সমাজ জীবনের অনেক কাছাকাছি। তাই সমালোচকদের নির্মম ভাষা খানিকটা ম্লান হয়ে গেছে তাঁর সর্বজনব্যাপী গ্রহণযোগ্যতায়। বাংলার পিসিয়েল কিংবা দক্ষিণের কে.এম. পিল্লাই, আর.কে. লক্ষণের মত দাপুটে শিল্পীদের প্রতাপ প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা করেই সেইসময় কেউ, কেউ আত্মপ্রতিষ্ঠ তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন যেমন গোয়ার মারিও মিরাণ্ডা। ২০১২ সালে মৃত্যুর একবছর পর তিনি ভূষিত হন মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মানে। দ্য টাইমস অব ইণ্ডিয়া ও ইকনমিক টাইমেসের মত বহুল প্রচারিত দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন দীর্ঘদিন। শুধু দেশেই নয় বিদেশেও তিনি কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন ওয়াশিংটন পোস্টে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ সম্মানে ভুষিত এই শিল্পী ২০০৯ সালে স্পেনের তরফে পেয়েছেন সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'Cross of the order of Isabel the Catholic'। জাপান, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স আমেরিকা, সিঙ্গাপুর সহ বিশ্বের প্রায় ২২টি দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে মারিওর একক প্রদর্শনী। 'মিলে সুর মেরা তুমহারার' মত অত্যন্ত জনপ্রিয় এই দেশাত্মবোধক তথ্যচিত্রেও বিশিষ্ট মুখ হিসাবে জায়গা পেয়েছিলেন এই শিল্পী। তাঁর স্বীকৃতি মূলত সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রে। তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল একটি মুখ্যচরিত্র ছাড়াও থাকত অসংখ্য পার্শ্বচরিত্র। প্রতিবাদ নয় বরং তার ব্যঙ্গচিত্রগুলি ছিল অনেক বেশী সংবেদনশীল, নমনীয় এবং মানবিক। এই স্টাইলই জন্ম দেয় এক অন্য ঘরানার যার পথপ্রদর্শক মারিও মিরাণ্ডা।

ব্যঙ্গচিত্র জগতে মহিলা শিল্পীদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে বেশ কিছুটা কম। আমেরিকার এরিক লোপেজ, ডাইনা ডিউন, সান্দ্রা কেট ব্যান্টন, জডি লিন পিকল্টের কিংবা নীনা প্যাটলের মত খ্যাতনামা কার্টুনিস্টের সংখ্যাটা অপ্রতুল না হলেও একদম দেশীয় প্রেক্ষাপটে এই সংখ্যাটা নগণ্য। 'এমকেএমএ' নামেই সুবিদিতছিলেন মহিলা ব্যঙ্গচিত্রী শ্রীমতী মায়া কামাথ। জন্ম বেড়ে ওঠা কর্মস্থল মুম্বাই শহরকে কেন্দ্র করে। বেশ কিছুদিন অঙ্কন শিক্ষিকা হিসাবে চাকরি করেন সোফিয়াস বিদ্যালয়ে এবং যুক্ত হন ম্যাকমিলান পাবলিশার্সে। ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর মায়া পেশাদার কার্টুনিস্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৮৫ সালে ডেকান হেরাল্ড গোষ্ঠীতে যোগদানের মাধ্যমে। এরপর একাধিক নামী সংবাদপত্রগোষ্ঠী যেমন দ্য এশিয়ান এজ, দ্য টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে কাজ করেছেন সুনামের সঙ্গে। জামার্নির পরিবেশ সংক্রান্ত চিত্রসংকলন 'Third World'-এও মায়ার কাজ সকলের নজর কাড়ে।

শৈশবকাল থেকে চিত্রকলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল মায়ার। তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করাকালীন তার হাতে আসে লিন জনস্টনের "For belter or for worse" নামক বইটি। তা হতেই উদবুদ্ধ হন ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে। ১৯৯৮ সালে কর্ণাটক ব্যঙ্গচিত্রী সংসদের তরফে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয় এই বিশিষ্ট শিল্পীকে তার যাবতীয় কাজকর্ম সংকলিত হয়েছে 'The World of MAYA' গ্রন্থে। ২০০১ সালে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় এই প্রতিভাময়ী শিল্পীর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তার মৃত্যুকালাব্ধি তিনিই ছিলেন ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রী। এ'দেশে সমসাময়িককালের আরও এক মহিলা ব্যঙ্গচিত্রীর নাম উঠে আসে তিনি হলেন মঞ্জুলা পদ্মনাভন। যিনি একাধারে ছিলেন ব্যঙ্গচিত্রী সাংবাদিক, নাট্যকার, লেখক ও কমিক স্ট্রিপ শিল্পী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিনী পদ্মনাভনের নাট্যচর্চার পাশাপাশি তার চিত্রকলাও প্রশংসিত হয়েছে বিদগ্ধ মহলে। তার বিরচিত 'Harvest' নাটকটির জন্য "Greek Onasis" সম্মানেও ভূষিত হন তিনি।[১৯] পরবর্তিকালে এই নাটকটি অবলম্বনে গোবিন্দ নিহালনির 'Deham' চলচ্চিত্রটিও পুরস্কৃত হয় জাতীয়স্তরে। একজন লেখক, চিত্রশিল্পী ও নাট্যকার হিসাবে পদ্মনাভন বিশেষ উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার সৃষ্ট মজাদার এক নারাবাদী ব্যঙ্গচিত্র সুকি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল পাঠকসমাজে। The Pioneer পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার কার্টুনচিত্র। '৯৭-এ মঞ্চস্থ হয় Harvest নাটকটি এর আগে পর্যন্ত তিনি সুপরিচিত ছিলেন একজন ব্যঙ্গচিত্রী হিসাবেই। একাধিক প্রকাশনা সংস্থা হতে প্রকাশিত হয়েছে তার গ্রন্থাবলী ও চিত্রসংকলন। Light out, The Artist's Model-এর মত বলিষ্ঠ নাটকের পাশাপাশি তার লেখা "three virgins and other stories", 'I am different', 'Escape', 'Unprincess' সহ একাধিক রচনাও পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়। ২০০৫ সালে পেঙ্গুইন প্রথম প্রকাশ করে তার কমিক স্ট্রিপ 'ডাবল টক'। পদ্মনাভন-এর মত এমন বহুবিধ প্রতিভার মিশেল খুব কম ক্ষেত্রেই মেলে।

ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্র জগতে মহিলা কার্টুনিস্টদের প্রসার তেমন আশাপ্রদ নয়। কেরালা কর্ণাটক ব্যতীত অন্য রাজ্যগুলি মার্গ দর্শনে সন্তোষজনক ভূমিকা নেই। তবে কাবেরী গোপালকৃষ্ণান, অমৃতা পাতিল, রেনু সিং কিংবা কণিকা মিশ্রের মত শিল্পীরা ব্যঙ্গচিত্রের দুনিয়ায় পুরুষের একাধিপত্যকে কিছুটা হলেও খর্ব করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মৌলিক ও সৃজনশীল চিন্তা দ্বারা। কেউ কেউ বলেছেন, ব্যঙ্গচিত্রের দুনিয়াতেও পালাবদল ঘটতে চলেছে। পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্যের যুগ হয়ত এবার শেষ হতে চলল। কার্টুনের জগতে প্রবেশ মেয়েদের জন্য এক ব্যতিক্রমী যুগান্তকারী পদক্ষেপ এমন মতামতও উঠে এসেছে বিদগ্ধ মহলে। তবে চিকাগোর বিশিষ্ট গ্রাফ্রিক শিল্পী এমিল ফেরিস সরাসরি খারিজ করেন সমালোচকদের এ'মত অবস্থানকে। তার মতে বিশ্বের তাবড় শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা একদা বেনামী হিসাবে উপেক্ষিত হলেও পরবর্তিকালে গবেষণায় উঠে এসেছে মহিলা চিত্রকরের নামখানি। তাই ব্যঙ্গচিত্রের দুনিয়ায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব, প্রবেশ কিছুটা বিলম্বে হলেও তা কিন্তু যুগান্তকারী নয় বরং লড়াইটা সমানাধিকারের, লিঙ্গ অনপেক্ষভাবে প্রতিভা প্রকাশে, সমতার সুযোগে। বলতে দ্বিধা নেই তা অর্জনে আরো পথ চলা বাকি। অতি সম্প্রতি ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীতে আবেদনকারী তিরিশজন মহিলা ব্যঙ্গচিত্রীর মধ্যে একজনও উৎসবে অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক সুযোগ পাননি উপযুক্ত গুণমান ও যোগ্যতামানের অভাব এই অজুহাতে। যেহেতু এই বিশাল উৎসবের সঙ্গে যুক্ত থাকে গ্র্যাণ্ড পিক্সের মত অতি উচ্চমানের সম্মাননা তাই সমতা দূরের কথা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগই দেওয়া হয়না মহিলা শিল্পীদের। শিল্প, সাহিত্য জগতে মেয়েদের এই বঞ্চনার ইতিহাস সুদীর্ঘ। মহিলা শিল্পীদের সংগ্রামটা তাই আরো বেশি কঠিন। বেঙ্গালুরুর বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক সৃজিতা বিশ্বাসের মতে প্রতিবাদী নারী তিনি ব্যঙ্গচিত্রীই হন কিংবা সাহিত্যিক তকমা এঁটে যায় নারীবাদীর। পিতৃতান্ত্রিক ঘেরাটোপে তাই তত্ত্ব, তন্ত্র কিংবা প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার প্রতিবাদী প্রয়াসটুকু জনমানসে আখ্যা পায় মহিলা শিল্পীর ব্যক্তিগত আখ্যানরূপে। মহিলা শিল্পীর প্রকাশভঙ্গিমা মার্জিত ও নিয়ন্ত্রিত হলেই তা সন্তুষ্টি বিধান করে পাঠক, প্রকাশনা সংস্থা উভয়েরই। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও গ্রাফিক ডিজাইনার রামাইয়া রামাকৃষ্ণন মনে করেন মহিলা শিল্পীদের সংকট আসলে উভয়মুখী। প্রথমত সাম্প্রতিকের সাপেক্ষে নিজের প্রকৃত অবস্থান ব্যক্ত ও বাস্তবচিত্রকে সকলের সামনে উন্মুক্ত করার তাগিদ দ্বিতীয়ত স্বআরোপিত রক্ষণশীল মনোভাব ও বাহ্যিক শক্তির

নিয়ন্ত্রন। উভয়ের পারস্পরিক টানাপোড়েনে হারিয়ে যায় সৃজনের মৌলিক ও স্বাধীন সত্তাটি। তবু কেউ কেউ কাজ করছেন অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার উর্দ্ধে উঠে। সৃজিতা যেমন ভারতের প্রথম LGBTQ পত্রিকার অলংকরণ বিভাগের নির্দেশনার গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন নিষ্ঠাভরে।[২০] সেইসঙ্গে এমন অনেক অভিভাবক তথা পরিবারকে তার পত্রিকার মাধ্যমে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন তাদের সন্তানেরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন। ভরসা ও আস্থা পেয়েছেন সেই মানুষটিও যিনি সমস্যার কেন্দ্রে রয়েছেন। অন্যদিকে আবার নবীন ব্যঙ্গচিত্রী কণিকা মিশ্র তার সৃষ্ট জনপ্রিয় ব্যঙ্গচিত্র 'Karnika Kahen' অর্থাৎ 'কণিকা বলছে' এই শিরোনামে একের পর এক প্রতিবাদী ব্যঙ্গচিত্র এঁকে এক স্বঘোষিত ধর্মগুরুর নানা অপরাধমূলক ক্রিয়াকর্মকে তুলে ধরেন জনসমক্ষে। বহু হুমকি ও ভক্তদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে কণিকা তার ব্যঙ্গচরিত্রটির মাধ্যমে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেন পাঠকমহলে। তার এই দৃপ্ত ভঙ্গিমা ও দুর্দমনীয় মনোভাব বহুল প্রশংসিত ও বন্দিত হয় সর্বস্তরে। ২০১৪ সালে এডিটোরিয়াল কার্টুনিং বিভাগে তাকে পুরস্কৃত করা হয় তার এই নির্ভীক ও বলিষ্ঠ চিত্রসাংবাদিকতার জন্য।[২১] এ'বছর তাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে সানফ্রান্সিকোও। মুম্বাইনিবাসী এই শিল্পী প্রথম শিশুদের জন্য কমিক স্ট্রিপ তৈরির চাকরি নেন স্বতন্ত্রভারত পত্রিকায় কিন্তু স্বপ্ন ছিল একজন দায়িত্বশীল আদর্শ ব্যঙ্গচিত্রী হয়ে ওঠার। লক্ষ্ণৌ কলেজে মাস্টার অফ ফাইন আর্টসের পাঠ শেষ করেই দিল্লী চলে আসেন অ্যানিমেশনের কাজ শিখতে। গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবেও কাজ করেছেন বিভিন্ন মিডিয়া গোষ্ঠীতে। পেশাদারী কার্টুনিস্ট হয়ে ওঠার স্বপ্নটা যেন হারিয়ে যাচ্ছিল অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ায়। 'Karnika Kahen' সৃষ্টিতে যেন একপ্রকার সার্থক হল তার ব্যঙ্গচিত্রী হয়ে ওঠার স্বপ্নখানি। সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তিনি সরে আসতে চাননা আগামিদিনেও। তবে মহিলা শিল্পীদের অন্দর-বাহিরের লড়াইটা জারি থাকবে সব সময় সব দেশে। কখনও সহ শিল্পীদের নিকট বঞ্চনা, অবমাননা কখনও আবার পাঠকমহলের তরফে ব্যক্তিগত আক্রমণ দ্বেষ। তবু কণিকা, সৃজিতার মত শিল্পীরা সূচাগ্র জমি ছাড়তে রাজি নন। ব্যঙ্গচিত্রের আগামি ভবিষ্যতখানি হয়ত বেঁচে থাকবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর লড়াই-এর মধ্য দিয়েই।

পরিশেষে - ভারতীয় কার্টুনের ভবিষ্যত অনেকটাই সংবাদপত্র নির্ভর। ভারতের বৃহৎ বাণিজিক্য দৈনিকগুলি বিশেষত বাংলা নির্ভর সংবাদপত্র পত্রিকাগুলিতে ব্যঙ্গচিত্রের জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এসেছে। কার্টুনের জন্য একদা বরাদ্দ অনেকখানি জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি। বিদেশে মূলত জার্মানিতে কার্টুনিস্টরা দৈনিক অপেক্ষা সাময়িক পত্রিকাগুলিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন ফলে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশে তাদের দৈনিকের উপর নির্ভরশীলতা নগণ্য। পূর্ব ইউরোপ বিশেষত যুগোশ্লাভিয়ায় Cartoon Appreciation Course চালু আছে দীর্ঘদিন। চালু আছে দূর শিক্ষার মাধ্যমে এ' শিল্পকলা চর্চার সুযোগ তবে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভাল ব্যঙ্গচিত্রীর উত্তরোত্তর অভাব ঘটছে। অথচ কার্টুন নিয়ে এমন অনীহা কয়েক দশক আগে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতেই শঙ্কর, লক্ষ্মণ পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। সাম্মানিক ডি.লিট.ও দেওয়া হয়েছে আর.কে. লক্ষ্মণকে। ব্রিটিশ কার্টুনিস্ট টেনিয়েল ও ডেভিড লো পেয়েছেন নাইটহুডের মত উপাধিও। বিদেশে সোশিওলজি, সাইকোলজি, ফিজিওনমির গবেষণার প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে কার্টুন। দেশীয় প্রেক্ষাপটে একসময় প্রচুর কার্টুন শোভিত হয়ে প্রকাশিত হত বাসন্তী।[২২] প্রচুর রাজনৈতিক কার্টুন সম্বলিত হিন্দী পত্রিকা মাতোয়ালার অস্তিত্বও আজ বিলুপ্ত। জানা যায় রেনেঁসার সময় দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরেরা ফাইন আর্টসের চর্চা বন্ধ রেখে কার্টুন আঁকার মধ্য দিয়ে তুলিকে করে তুলেছিলেন প্রতিবাদের অস্ত্র কিন্তু সেই ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্রীদের কৌলিন্য আজ ক্রমহ্রাসমান। ১৯৮২ সালে কেরালা সরকারের উদ্যোগে সে রাজ্যে তৈরি হয় 'Kerala Cartoon Academy'। বর্তমানে শতাধিক পেশাদার ব্যঙ্গচিত্রী এই অ্যাকাদেমির সদস্য। ব্যঙ্গচিত্র চর্চার নব্বই বছরের গরিমাময় ইতিহাস রয়েছে এ'রাজ্যের। দেশের বহু খ্যাতনামা কার্টুনিস্টের জন্মও এ'রাজ্যে। ১৯৬৭ সালে প্রথম এখানকারই কিছু উদ্যোগী শিল্পী যেমন রাঘবন নায়ার, মনথরী শিবরাম, থমাস, কুট্টি সম্মিলিত ভাবে তৈরি করেন ব্যঙ্গচিত্রীদের একটি ছোট্ট সংগঠন। যদিও সংগঠনের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তবে পেশাদার ব্যঙ্গচিত্রীদের

সংঘবদ্ধকরণে এ'উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটা দিশা দেখিয়েছিল। এই ভিতের উপর দাঁড়িয়েই ১৯৮২ সালে শিবরামনের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'কেরালা কার্টুন অ্যাকাদেমি'।[২৩] সারাবছর কর্মশালা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে অ্যাকাদেমি জনসংযোগ ও শিল্পচর্চার ভবিষ্যত সম্ভাবনাটুকু জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছে।

২০০১ সালে কর্ণাটক সরকারের উদ্যোগে বেঙ্গালুরুতে গড়ে ওঠে 'Indian Institute of Cartoonists' (সংক্ষেপে IIC)। তৎকালীন সময়ে এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন ভি. রামমুর্তি এবং মুখ্যউপদেষ্টা রূপে এগিয়ে আসেন মারিও মিরাণ্ডা। আর.কে. লক্ষ্মণ, ইয়েশুদাশন সহ নানা প্রদেশের শতাধিক ব্যঙ্গচিত্রীকে সংস্থার তরফে প্রদান করা হয় 'Life time achievement Award'। এ'যাবৎ একশোরও বেশি প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করছে IIC। ব্যঙ্গচিত্রভিত্তিক কর্মশালা, ব্যঙ্গচিত্র সংক্রান্ত গ্রন্থাগার, কার্টুন গ্যালারি ও প্রতিমাসে প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্পের উৎকর্ষ ও মানবৃদ্ধির চেষ্টা করছে IIC।[২৪] ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রবিভাগে 'মায়া কামাথ স্মৃতি পুরস্কার'। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে পৃথক প্রতিযোগিতার বিভাগও। নানাভাবে IIC চেষ্টা করছে এই শিল্পের প্রতি সর্বসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধিতে। কিন্তু সার্বিক চিত্রটা এক নয়। আগেই বলেছি কেরালা, কর্ণাটক ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ছবিটা তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। ডেভিড লো বলেছিলেন "A Cartoonist is not born. He is made with aurtere hard work" তবে এই কঠিন কঠোর পরিশ্রমের প্রেরণা স্বরূপ চায় উপযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বীকৃতি। ঘাটতি রয়েছে রাষ্ট্রীয় উদ্যমের। প্রাদেশিকভাবে শিল্পচর্চার এ'ধারাটি টিকিয়ে রাখার প্রয়াস ক্রমশ ইস্পাতসম কঠিন হয়ে উঠছে তাই দেশীয় ব্যঙ্গচিত্র মাধ্যমকে কিছুটা চাঙ্গা করতে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং গণমাধ্যমগুলির আন্তরিক প্রয়াস। নচেৎ আগামিদিনে কার্টুনের ভবিষ্যতখানি ফাইলচিত্র রূপেই বন্দী রয়ে যাবে সরকারী মহেফেজ খানায়।

পাদটীকা:

১। চণ্ডী লাহিড়ী, **'কার্টুনের ইতিবৃত্ত',** বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫।
২। Bevis Hillier, **'Cartoon and Caricature',** Litrehampton Book Service Ltd., October, 1970
৩। চণ্ডী লাহিড়ী (স.) **'বাঙালির রঙ্গ ব্যঙ্গ চর্চা',** পত্রভারতী, এপ্রিল, ২০১২।
৪। চণ্ডী লাহিড়ী, **'কার্টুনের ইতিবৃত্ত',** বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫।
৫। Charles Press, **'The Political Cartoon',** Fairleigh Dickinfor University Press, 1981
৬। www.hindustantimes.com
৭। সন্দীপন ভট্টাচার্য, **'ছবির রাজনীতি ও রাজনৈতিক ছবি',** দীপায়ন, কলকাতা, ১৯৯০।
৮। চণ্ডী লাহিড়ী, **'গগনেন্দ্রনাথ কার্টুন ও স্কেচ',** সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০১৪।
৯। বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় (স.) **'বিষয় কার্টুন',** বুকফার্ম, ২০০৭।
১০। **'পলিমাটি',**পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, উত্তর ২৪ পরগণা জেলাকমিটি, শারদসংখ্যা, ১৪১০।
১১। Sandy Northrop, **'American Political Cartoons',** Routledge, July 2017
১২। Samual A. Tower, **'Cartoons and lampoons': The art of Political Satire,** J. Messner, 1982
১৩। Ibid.
১৪। কুমারেশ ঘোষ, **'একালের কার্টুন',** গ্রন্থগৃহ, ২০০৭।
১৫। সংবাদ প্রতিদিন, **'রোববার',** ১১ই জুলাই, ২০১০।

১৬। Ritu G. Khandori, **'Caricaturing Culture in India',** Cambridge University Press, 2014
১৭। K. Shankar Pillai, **'Our Leader',** Children Book Trust
১৮। Ibid.
১৯। cn.m.wikipedia.org
২০। m.timesofindia.com
২১। India West, **"Mumbai Based Kanika Mishra Wins Editorial Cartoonist Award",** Sept., 5, 2014
২২। চণ্ডী লাহিড়ী, **'কার্টুনের ইতিবৃত্ত',** বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।
২৩। The Hindu, **'out of the dark',** July 2007
২৪। www.cartoonistsindia.com